যুগান্তর

তারিখ ... 06 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শামসুন্নাহার হলের ঘটনার মামলায় ব্যাপক গরমিল

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে রাতের প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে মামলার এজাহারে ব্যাপক গরমিল রয়েছে। বিচার বিভাগীয় কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় গতকাল এ গরমিল ধরা পড়ে। হলের সাধারণ ছাত্রী, ছাত্রদল নেত্রী, দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তা ও সহকারী প্রক্টরদের ভাষ্য

গরমিল : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৬

গরমিল : মামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মতে মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে সাড়ে ১২টার মধ্যে ২৩৫ নম্বর কক্ষে ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। কিন্তু ওই রাতে দায়েরকৃত হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের মামলার এজাহারে সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে সন্ধ্যা ৭টা। রাত ১০টায় সাব-ইন্সপেক্টর সাত্তার হল থেকে এজাহার নিয়ে থানায় যান এবং দায়িত্বরত কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টর তোফাজ্জল হোসেন রাত পৌনে ১১টায় মামলা গ্রহণ করেন। কিভাবে ঘটনার অন্তত এক ঘণ্টা আগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ও ২৩৫ নম্বর কক্ষের ছাত্রী জান্নাতুল কানন প্রভোস্ট সুলতানা শফিসহ ২৮ ছাত্রীর নাম উল্লেখ করে এবং অপর ৪০ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করে। এ ব্যাপরে বলা হয়, ২৩ জুলাই সন্ধ্যা ৭টার দিকে প্রভোস্টের নেতৃত্বে ২৮ ছাত্রীসহ ৩০/৪০ জন ছাত্রী হলের কক্ষে ঢুকে অতর্কিত হামলা চালায়। দরজা জানালা ভাঙে। তিন মেয়েকে মারধোর করে আহত করে এবং লুসির ড্রয়ার থেকে ১০ হাজার টাকা, শাম্ভার ড্রয়ার থেকে ৮ হাজার টাকা ও ১৬০০ টাকা মূল্যমানের একটি আংটি নিয়ে হামলাকারী ছাত্রীরা চলে যায়।

নির্যাতিত ছাত্রীরা ওই মামলাকে 'মিথ্যা' আখ্যায়িত করে কমিশনকে দেয়া তাদের সাক্ষ্যে বলেছে, ছাত্রদলের বহিরাগত নেত্রীরা নিজেরাই কক্ষের জানালা ভেঙে মোবাইল ফোনে পুলিশ প্রোটেকশন চেয়েছিল। ছাত্রদলের হল শাখার সভাপতি লুসি ও সাধারণ সম্পাদক শাম্ভা তাদের সাক্ষ্যে বলেছে, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় তারা হলে যায় এবং রাত ১২টার দিকে ছাত্রীরা তাদের রুমে ঢুকে হামলা, ভাংচুর এবং টাকা-পয়সা ও জামা-কাপড় লুটপাট করে। হলে অবস্থানরত পুলিশ কর্মকর্তা ও সহকারী প্রক্টররা জানিয়েছেন, রাত সাড়ে ১২টার দিকে হলের ভেতর থেকে ভাংচুর ও কান্নাকাটির শব্দ শুনে তারা ২৩৫ নম্বর কক্ষে গিয়েছিলেন। তাহলে কিভাবে ঘটনার পাঁচ ঘণ্টা আগের সময়কাল উল্লেখ করে এক ঘণ্টা আগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মামলার বাদী ইতিমধ্যে কমিশনকে সাক্ষ্য দিলেও তিনি কোন মন্তব্য করেননি। শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশের বর্বর হামলার পর ওই হামলার ১৮ আসামিকে পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। পরদিন সকালে তারা জামিনে ছাড়া পায়। পুলিশ মামলার তদন্ত কাজ শুরু করলেও ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তদন্ত বন্ধ হয়ে গেছে।